মেয়র প্রার্থী বাসের আলম সিদ্দিকীর পক্ষে মোটরসাইকেল শোডাউন

ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বাসের আলম সিদ্দিকীর সমর্থনে মোটরসাইকেল শোডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকেলে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে শোডাউন ও জনসংযোগ করা হয়।

পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থী বাসের আলম সিদ্দিকী ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছেন। বাসের আলম সিদ্দিকীর কর্মীসমর্থকেরা জানান, অবহেলিত ঝিনাইদহ পৌরসভার অচলায়তন ভাঙতে হবে। অবকাঠামো, রাস্তা-ঘাট, জলাবদ্ধতা দূরীকরণে আমাদের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করতে হবে।

এসময় দুই সহস্রাধিক মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনগণের সাথে জনসংযোগ করেন এবং বাসের আলম সিদ্দিকীকে জয়যুক্ত করার বিনীত আহ্বান জানান।

এ সময় পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ পৌরসভার স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ভাংচুর লুটপাটের অভিযোগ

ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজলের ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। রবিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে একদল যুবক ঝিনাইদহ শহরের গার্লস স্কুল রোডে

অবস্থিত কিংশুক বিপনীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে।

এ সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে থাকা কিংশুক বিপনীর পিকআপ ভ্যানের গ্লাস ভাংচুর করা হয়। কিংশুক বিপনীর কর্মচারীরা বলেন, তাদের দোকানের ক্যাশ থেকে প্রায় ১৫ লাখ টাকা লুট করা হয়েছে।

হামলার সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরীয়ার জাহেদী হিজল নির্বাচনী প্রাচারনায় ব্যস্ত ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি শত শত সমর্থক নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

বাসায় ফিরে তিনি তাৎক্ষনিক এক সাংবাদিক সম্মেলনে কাইয়ুম শাহরীয়ার জাহেদী হিজল নৌকার কতিপয় সমর্থকদের এই হামলার জন্য দায়ী করে বলেন, আমার পিতা মুছা মিয়া একজন ভাষা সৈনিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা।

তিনি জীবন বাজী রেখে দেশ স্বাধীন করেছেন। হিজল বলেন, আমার পিতা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের বাড়িতে এসেছেন। অথচ আমি ভোটে দাড়িয়ে কি দোষ করেছি যে আমার বাড়িতে হামলা করা হলো? হিজল বলেন, ১২০ বছরের ইতিহাসে তো নয়ই এমনকি পাক আর্মিরাও আমাদের বাড়িতে হামলা করার সাহস দেখায়নি।

তিনি বলেন ঝিনাইদহ থেকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও পেশীশক্তি নির্মলে আমার পরিবারের গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকতেও আমি আসন্ন পৌরসভা নির্বাচন থেকে পিছ পা হবো না।

এদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিজলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করে যাওয়ার সময় পৌর বিএনপি নেতা মাহফুজুর রহমান লিপিয়ার ও আওয়ামী লীগ সমর্থক কটন আসলামকে পিটিয়ে জখম করা হয়।

তাদের দুইজনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আসলাম আওয়ামী লীগ সমর্থক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তির বন্ধু হিসেবে পরিচিত।

অন্যদিকে যুবদল নেতা মাহফুজুর রহমান লিপিয়ারের বড় ভাই আলমগীর ঝিনাইদহ পৌরসভার কালীচরণপুর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচন করছেন। ভাইয়ের কারণে ছোট ভাইয়ের উপর হামলা করা হয় বলে পারিবারিক ভাবে অভিযোগ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি এই হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে ভয় পায় বলেই দিনের ভোট রাতে করে ও কোন প্রতিদ্বন্দি রাখতে চাই না। নির্বাচনে জিততে পারবেনা বলেই তারা ঝিনাইদহ শহরে

নৈরাজ্য কায়েম করছে বলেও বিএনপি অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ সোহেল রানা বলেন, হামলার পর আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এখনো কেও অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করেন মাহফুজর রহমান মঞ্জুর

দামুড়হুদা উপজেলা কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করেন, দামুডহুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু।

রবিবার বিকাল তিনটায় সময় এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল করিম বিশ্বাস, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সইদুল হক, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ন সম্পাদক আব্দুল ছালাম বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম মুকুল, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পুরুষ ও মহিলা সদস্য কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের স্থানীয় আওয়ামী লীগের যুবলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন প্রমুখ।

মাহাফুজুর রহমান রিটনকে

গণসংবর্ধনা দিতে জনতার ঢল

মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন আগামী ১৫ জুন। মেহেরপুর পৌরসভায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহাফুজুর রহমান রিটনকে।

গত শুক্রবার তাকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়। ঢাকা থেকে মনোনয়ন নিয়ে নিজ এলাকায় আসলে রবিবার বিকালে আমঝুপি থেকে এক মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা নিয়ে মাহাফুজুর রহমান রিটনকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হয়।
শোভাযাত্রাটি মেহেরপুর শহর প্রদক্ষিন করে শামসুজ্জোহা পার্ক চত্বরে এসে শেষ হয়।

এসময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পন করা হয়। পরে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক অ্যাড. খ ম ইমতিয়াজ হারুন জুয়েলের সভাপতিত্বে সীমিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানে সঞ্চালনায়, বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন।

অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম।

এসময় বক্তারা বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা মাহাফুজুর রহমান রিটনের হাতে নৌকা প্রতীক তুলে দিয়েছেন। আসুন আমরা সকল ভেদাভেদ ভুলে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে মেহেরপুর পৌরসভায় নৌকা প্রতীকের প্রার্থীকে বিজয়ী করে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করি।

নৌকা প্রধানমন্ত্রী রিটনকে নয় মেহেরপুর পৌর বাসীকে দিয়েছেন। নৌকা প্রতীককে বিজয়ী করে সে সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের।

এছাড়াও আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষকলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এসময় উপস্থিত ছিলেন। এসময় জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে চারদিক।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সমালোচিত প্রার্থী আসাদুজ্জামান চাঁনের চাচাত ভাই বলে অনেকেই বিব্রত হয়েছেন।

হরিণাকুন্ডুর ইজিবাইক চোর চক্রের তিন সদস্য গ্রেফতার

হরিণাকুন্ডু থানা পুলিশের অভিযানে ইজিবাইক চোর সিন্ডিকেটের ৩ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে মাগুরা সদর উপজেলার তেফুলিয়া গ্রামের কামাল বিশ্বাসের ছেলে হাসান বিশ্বাস (৫০), সামাদ মন্ডলের ছেলে আজিজ মন্ডল (৪০) ও হরিণাকুন্ডুর শড়াতলা গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে খোকন (২৫)।

পুলিশ জানায়, হরিণাকুন্ডুর পৈলেনপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে সোহাগের একটি ইজিবাইক চুরি হয়ে যায়। গত ১০ এপ্রিল সোহাগ হরিণাকুন্ডু থানায় এ বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ অভিযোগটি আমলে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। প্রযুক্তি ও মোবাইল ট্রাকিং এর মাধ্যমে গত শনিবার গভীর রাতে ঢাকার সাভার থেকে আসামী খোকন আলীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মাগুরা থেকে হাসান ও আজিজকে গ্রেফতার করে। আসামীদের দেওয়া স্বীকারোক্তি মোতাবেক পুলিশ চুরি হওয়া ইজিবাইকটি উদ্ধার করে।

ইজিবাইক চালক সোহাগ জানান, খোকন ঝিনাইদহ যাওয়ার কথা বলে তাকে সারাদিন বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এক পর্যায়ে টাকা দেওয়ার কথা বলে তার নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়ি ফেরার পথে মাঝপথে ছুরি দেখিয়ে ইজিবাইক নিয়ে পালিয়ে যায়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মুজিবনগর থানা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা শাখা মেহেরপুর এবং সাইবার ক্রাইম ইউনিট মেহেরপুর এর সমন্বয়ে গঠিত টিম নিয়ে মামলার তদন্ত শুরু করেন।

মাস খানেক তদন্ত শেষে বিভিন্ন তথ্য প্রমান সংগ্রহ করে গত কয়েক দিন আগে ঘটনার সহিত জড়িত ৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করেন। গত শনিবার রাতে একই মামলার আরো ৬ জন আসামী গ্রেফতার হলো।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান, আসামীরা নিজে ঘটনার সহিত জড়িত থাকার বিষয়টি স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ আদালতে ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি প্রদান করেন এবং আসামীরা ঘটনার সহিত জড়িত সকল সহযোগী আসামীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রদান করে।

আসামীদ্বয়ের প্রদত্ত তথ্যাদি সতর্কভাবে যাচাই বাছাই সহ ঘটনার সহিত জড়িত অন্যান্য পলাতক সহযোগী আসামীদের মধ্যে আরো ৬ জনকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

না ফেরার দেশে চলে গেলেন ৩ সন্তানের জননী কদবানু

অবশেষে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ৩ সন্তানের জননী কদবানু (৩৫)। বিষ খাওয়ার ১০ দিনপর তার মৃত্যু হয়েছে। রবিবার দুপুরে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠিয়েছেন।
ইউপি সদস্য জুলহক জানান, কদবানু কোটচাঁদপুর উপজেলার সোয়াদি গ্রামের হারুন অর রশিদের স্ত্রী। সংসার জীবনে ৩ সন্তানের জননী সে। পারিবারিক কলহে গেল ৫ মে ঘাস পোড়া বিষপান করেন কদবানু। এরপর তার স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। পরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।
কয়েক দিন আগে হাসপাতালে থেকে ছাড়পত্র পেয়ে বাড়িতে আসেন।
শনিবার রাতে অবস্থা খারাপ হয়। এ সময় স্বজনরা তাকে হাসপাতালে

নেওয়ার আগেই মারা যায় সে। খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক হারুন অর রশিদ ঘটনা গিয়ে মরা দেহের সরতহাল করে, ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠান।
ওই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন,আমি ওই গ্রামের অনেকের সাথে কথা বলছি,তারা তেমন কিছু বলত পারল না। তবে পারিবারিক সমস্যার কারনে সে বিষপান করেন। মরা দেহের সরতহাল করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ পাঠানো হয়েছে।
এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ইসরাত জেরিন জানান,ঘাস পোড়া বিষটা অন্যান্য বিষের তুলনায় একটু বেশি ক্ষতিকর। এটা খেলে বাঁচার সম্ভবনা খুব কম থাকে।

মুজিবনগরে মধ্যরাতে জুয়ার আসরে পুলিশের হানা, ৪ জুয়াড়ী আটক

মুজিবনগরে অবৈধভাবে অর্থের বিনিময়ে তাসের মাধ্যমে জুয়ার আসর বসিয়ে জুয়া খেলা করার সময় ৪ জুয়াড়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।
শনিবার রাত এগারোটার দিকে মুজিবনগর থানা পুলিশ কেদারগন্জ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।
আটককৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে রেজা(৪৫),ঢোলমারী গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে আব্দুল হান্নান (৪৫),একই গ্রামের রহমতউল্লাহর ছেলে তাহাজউদ্দীন(৫৫) ও রতনপুর গ্রামের অধির মন্ডলের ছেলে জনি মন্ডল(৩৫)।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কেদারগন্জ বাজারের পাশে আলীর আমবাগানে জুয়া খেলা চলছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে এসআই উত্তম কুমার,এসআই জুয়েল হোসেন,এসআই সুভাষ কুমার রায়, এএসআই আলী হোসেনসহ পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালীন সময় আসামীরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাবার সময় পুলিশ তাদের আটক করে।
মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান,গ্রেফতারকৃত আসামীদের নামে অবৈধভাবে অর্থের বিনিময়ে তাসের মাধ্যমে জুয়ার আসর বসিয়ে জুয়া খেলার অপরাধে ১৮৬৭ সালের জুয়া আইনের ৪ ধারায় মামলা দিয়ে রবিবার বিকালে আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

শৈলকুপায় থানা পুলিশের দায়ের করা মামলায় ২৮ জন আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বর্তমান ও সাবেক চেয়াম্যানের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা মামলায় উভয় পক্ষের ২৮ জনকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমান দেশীয় তৈরী অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

গতকাল শনিবার (১৪ মে) দুপুরের দিকে শৈলকুপা উপজেলার নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মফিজ বিশ্বাস ও সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক বিশ্বাসের সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়েছিল।

এঘটনায় শৈলকুপা থানা পুলিশ বাদী হয়ে উভয়পক্ষের লোকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পর আসামী আটকের অভিযান শুরু করে।

শনিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের একাধিক টীম অভিযান চালিয়ে এসব আসামীদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, বর্তমান চেয়ারম্যান মফিজ সমর্থক বদরুল হোসেন, খলিলুর রহমান, তুহিন হোসেন, রবিউল ইসলাম, শাহাবুদ্দিন মামুন, বুলু, আক্তার হোসেন, পিকুল হক, আমিরুল ইসলাম, আব্দুল গাফফার, আব্দুল কাদের, হজরত আলী, আশরাফুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী, সজিব হোসেন, ইকতিয়ার আলি। সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক বিশ্বাসের সমর্থকদের মধ্যে আছে শিকদার আলী, রবিউল ইসলাম, ইসরাইল হোসেন, মাজেদুল হক, মুকুল আলী, আজিবর রহমান, জাহিদুল ইসলাম, আজাহার আলী, ওবাইদুল্লাহ ও আবুবকর সিদ্দিক।

গ্রেফতারকৃতরা সবাই ওই ইউনিয়নের শাহবাজপুর গ্রামের বাসিন্দা।

শৈলকুপা থানার ওসি মোঃ আমিনুল ইসলাম জানান, বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যানদের সমর্থকদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরোধ চলে আসছিল। ঘটনার দিন উভয়পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বিরোধে জড়ালে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার পুলিশ বাদী হয়ে জন্য উভয় পক্ষের লোকজনের নামে মামলা দিয়ে গ্রেফতার অভিযান শুরু করে।

এছাড়া থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলায় ৪জন গ্রেফতার পুলিশ।

এরা হলেন উপজেলার বুড়ামারা গ্রামের তুজাম্মেল, দেবতলা গ্রামের

জাহিদুল ইসলাম ও লতিফ, এবং নারী নির্যাতন মামলায় খোন্দকবাড়িয়া গ্রামের ইসমাইল কে আটক করে থানা পুলিশ।